আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

ফেরআউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ধারা অনুযায়ীই তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

সূরা আল ইমরান- ১১

দৈনিক

কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ রবিবার ॥ ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ॥ ২০ শাবান ১৪৪৭ ॥ ২৫ মাঘ ১৪৩২ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ২৬৭ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

বিটিভিতে নাহিদ ও মামুনুলের ভাষণ প্রচার আজ, কাল তারেক ও শফিকুরের

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ রোববার থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) রাজনৈতিক ২ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন বন্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হবে

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, সারাদেশে ধানের শীষের জোয়ার দেখে একটি মহল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। ২ এর পাতায় দেখুন

জনগণের টাকা লুটকারীদের শান্তিতে থাকতে দেবো না: জামায়াত আমির

কীর্তনখোলা ডেস্ক

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, 'জনগণের টাকা লুটকারীদের শান্তিতে থাকতে দেবো না। দুনিয়ার ২ এর পাতায় দেখুন

এবার কোনো ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হবে না : ইসি মাছউদ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেছেন, নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট সহায়ক পরিবেশ রয়েছে। এবার কোনো ২ এর পাতায় দেখুন

কে হতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী কার পক্ষে কত শতাংশ জনমত

কীর্তনখোলা ডেস্ক

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে প্রধানমন্ত্রী কে হতে পারেন এ নিয়ে ভোটারদের মধ্যে কৌতূহল তুঙ্গে। একটি সাম্প্রতিক জরিপে উঠে এসেছে, সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সবচেয়ে বেশি জনসমর্থন পেয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সোচ্চার পরিচালিত এই জরিপ অনুযায়ী, অংশগ্রহণকারী ভোটারদের ৪২ দশমিক ১ শতাংশ মনে করছেন, আগামী সরকার গঠিত হলে প্রধানমন্ত্রী হবেন তারেক রহমান। জনসমর্থনের দিক থেকে তাঁর পরেই অবস্থান করছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান ৩৪ দশমিক ৯ শতাংশ ভোটার। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বিডিবিএল ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। জরিপে ঢাকা-১৭, ঢাকা-১৫, ঢাকা-১১ ও ঢাকা-১৩ এই চারটি সংসদীয় আসনের মোট ২ হাজার ২৪১ জন ভোটারের মতামত নেওয়া হয়। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, আসন্ন নির্বাচনের পর গঠিত সরকারে কে প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন বলে তারা মনে করেন। ফলাফলে আরও দেখা যায়, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন বলে মত দিয়েছেন মাত্র ১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোটার। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এখনো সিদ্ধান্তহীন ১৬ দশমিক ২ শতাংশ ভোটার এ বিষয়ে কোনো মত দিতে পারেননি। পাশাপাশি ৪ দশমিক ১ শতাংশ ভোটার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, পুরুষ ভোটারদের মধ্যে ৪২ দশমিক ৪ শতাংশ তারেক রহমানের পক্ষে মত ২ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন উপলক্ষে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি দেশের সব দোকান-শপিং মল বন্ধ ঘোষণা

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দেশের সব দোকান, বাণিজ্যবিতান ও শপিং মল দুই দিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতি। শনিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানিয়েছে, ভোটের আগের দিন ১১ ফেব্রুয়ারি এবং ভোটের দিন ১২ ফেব্রুয়ারি সারা দেশের সব ধরনের দোকানের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ এবং গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিন ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধার্থে ২ এর পাতায় দেখুন

রায়পাশা-কড়াপুর ইউনিয়নে উঠান বৈঠকে বক্তৃতা করছেন ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী অ্যাড. মজিবর রহমান সরোয়ার -কীর্তনখোলা

শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতে বদ্ধপরিকর বিএনপি: রহমাতুল্লাহ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বিএনপি শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছেন দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বরিশাল নগরীর ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কারিকর বিড়ি ফ্যাক্টরি ও আশপাশ এলাকায় বরিশাল সদর-৫ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী অ্যাডভোকেট মজিবর রহমান সরোয়ারের পক্ষে গণসংযোগকালে তিনি এসব কথা বলেন। রহমাতুল্লাহ বলেন, বছরের পর বছর সাধারণ শ্রমিকরা ২ এর পাতায় দেখুন

আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে জামায়াত প্রার্থীর অর্ধলক্ষ টাকা জরিমানা

বানারীপাড়া প্রতিনিধি

বরিশালের বানারীপাড়ায় নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে ইলেকট্রোলাইট বাহনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে প্রচারনার অভিযোগে ভ্রাম্যমান আদালতে অর্ধলাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বরিশাল-২ (বানারীপাড়া-উজিরপুর) আসনের জামায়াত মনোনীত দাঁড়িপাল্লা মার্কার প্রার্থী আলহাজ মাস্টার আব্দুল মান্নানের পক্ষে প্রচারণা চালানোর সময় তা জব্দ করে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আাদলতের বিচারক। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে বরিশাল-২ আসনের বানারীপাড়া পৌর শহরের বাসস্ট্যান্ডে। ভ্রাম্যমান আদালতের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট ও বানারীপাড়া উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি জিএইচএম মুনীব ইলেকট্রোলাইট বাহনটিকে জব্দসহ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে প্রচারনার সাথে জড়িত মাহাবুবুল আলম টুটুলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। ২ এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের গণতন্ত্র: জহির উদ্দিন স্বপন

গৌরনদী প্রতিনিধি

বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৈলঝাড়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এম জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রশ্নে আপসহীন এক সংগ্রামী নেত্রী। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে প্রবাসীদের আয়োজনে বরিশালের গৌরনদী উপজেলার দিয়াশুর গ্রামে দোয়া-মিলাদ, স্মরণ সভা ও মধ্যাহ্নভোজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এম জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, দেশ ও জাতির জন্য খালেদা জিয়ার ত্যাগ, নেতৃত্ব ও অবদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমরা আজ তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি- তিনি যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীককে বিপুল ভোটে বিজয়ী করতে ভোটারদের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, ধানের ২ এর পাতায় দেখুন

গলাচিপা উপজেলা ও পৌর ছাত্রদলের সব কমিটি বিলুপ্ত

গলাচিপা প্রতিনিধি

সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং চলমান জাতীয় সংসদ নির্বাচন কার্যক্রমে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে পটুয়াখালী জেলাধীনস্থ গলাচিপা উপজেলা ও পৌরসভার ছাত্রদলের সব কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, দলীয় সাংগঠনিক ২ এর পাতায় দেখুন

শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী গ্রেপ্তার উদ্ধার ১১ অস্ত্র

কীর্তনখোলা ডেস্ক

রাজধানীর উত্তর বাড্ডা এলাকায় অভিযান চালিয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত মেহেদী হাসান ওরফে দীপুকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন যৌথবাহিনীর একটি বিশেষ দল। এসময় তার বাসা থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) বাড্ডা অঞ্চলের সহকারী কমিশনার আসাদুজ্জামান বলেন, শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) মেহেদী হাসানকে একটি ২ এর পাতায় দেখুন

ধানের শীষের প্রার্থী অ্যাড. মজিবর রহমান সরোয়ারের পক্ষে নগরীতে লিফলেট বিতরণ করেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ -কীর্তনখোলা

নারীদের পাক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া দলটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে: সান্টু

বানারীপাড়া প্রতিনিধি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-২ (বানারীপাড়া-উজিরপুর) আসনে বিএনপির প্রার্থী এস সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টুর ধানের শীষ প্রতিকের সমর্থনে বানারীপাড়া উপজেলার উদয়কাঠী ইউনিয়নে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিকেলে উপজেলার উদয়কাঠী ইউনিয়নের তেতলা পিজিএস মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বানারীপাড়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ শাহ আলম মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এস সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু। এসময় তিনি বলেন, বিএনপি আমাকে পরপর তিনবার মনোনয়ন দিয়েছে আমি এ দলের কাছে চির কৃতজ্ঞ। বাকী জীবন এ দলের জন্য উৎসর্গ করেছি,দলের হয়ে আপনাদের পাশে থেকে কাজ করে যাবো। বিএনপি যদি ক্ষমতায় আসে ২ এর পাতায় দেখুন

জামায়াত আমিরের সফরে পাল্টে গেলো হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জের দৃশ্যপট

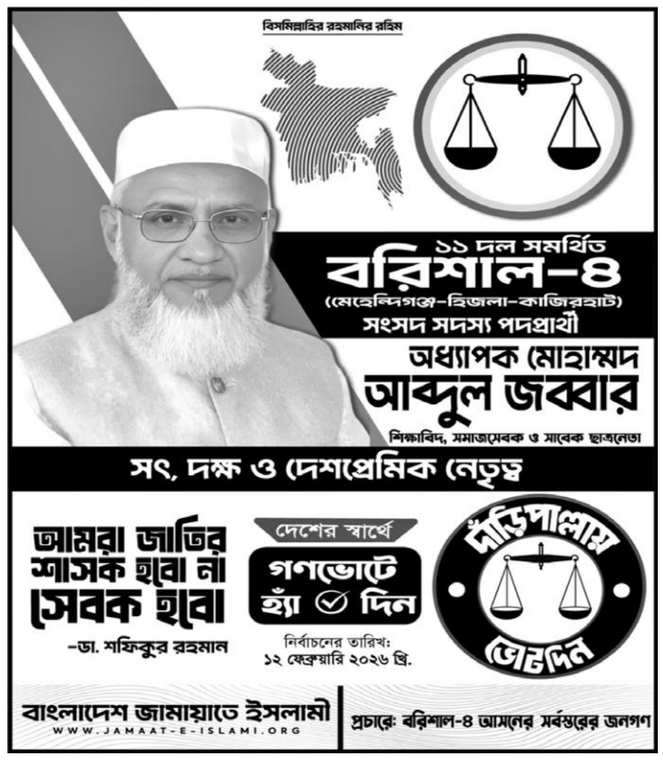

বিশেষ প্রতিবেদক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ট্রেন চলবে আর মাত্র দুই দিন। সময় গড়ানোর সাথে সাথে উত্তাপ ছড়াচ্ছে নির্বাচনি আলাপ। বরিশালের মেঘনা, কালাবদর ও তেতুলিয়া নদীবেষ্টিত দুই উপজেলা হিজলা ও মেহেন্দীগঞ্জ। সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে দুর্গম জনপদ হিসেবে পরিচিত এ দুই উপজেলা ও প্রশাসনিক থানা কাজিরহাট নিয়েই গঠিত বরিশাল-৪ আসন। এই আসনের মোট ভোটার ৪২১৯৭৫ জন, পুরুষ ভোটার ২১৭৯৪২ ও নারী ভোটার ২০৪০৩০ জন। দুর্গম জনপদের এই মানুষের মধ্যে তৈরী হয়েছে নির্বাচনী আমেজ। এই আসনে ভোটের মাঠে পাঁচজন প্রার্থীর নাম থাকলেও মাঠে আলোচনায় রয়েছেন বিএনপির রাজীব আহসান ও জামায়াতের অধ্যাপক মাওলানা আবদুল জব্বার। গত ৬ ফেব্রুয়ারী মেহেন্দিগঞ্জের পাতার হাট আরসি কলেজ মাঠে জামায়াতের প্রার্থী

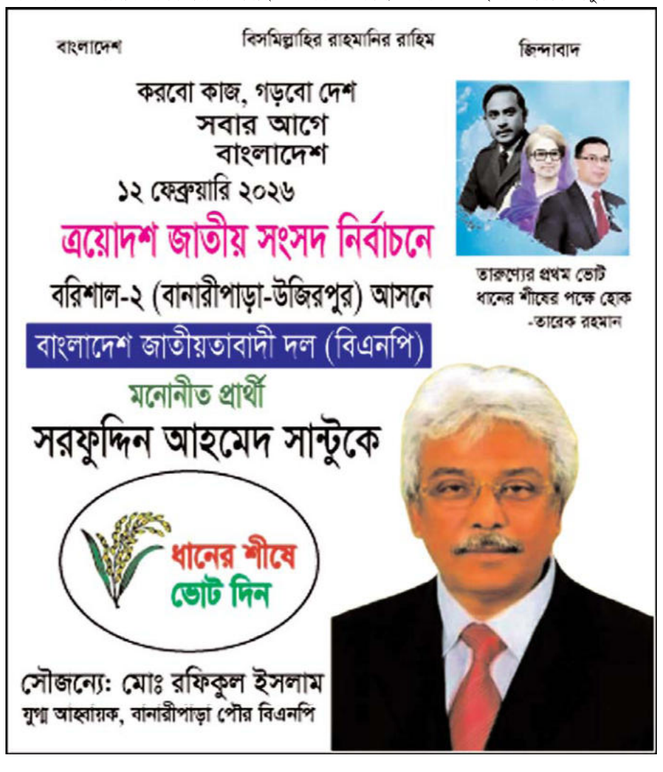

সম্পাদকীয়

নিত্যপণ্যের সংকট বাড়তে পারে

দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রামের কার্যক্রম পুরোপুরি অচল হয়ে পড়েছে। এই বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শ্রমিক-কর্মচারীদের লাগাতার কর্মবিরতি চলছে। ফলে এই বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, রমজানের আগে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সংকট তীব্রতর হবে। অন্যদিকে সময়মতো রপ্তানি কনটেইনার পাঠাতে না পারলে তৈরি পোশাক শিল্প বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বন্দরের দুরবস্থার যে চিত্র উঠে এসেছে, নানা কারণেই তা বড় বেশি আশঙ্কা তৈরি করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের অর্থনীতির প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম বন্দরের মূল তিনটি টার্মিনাল বুধবারও ছিল জনশূন্য। শ্রমিক-কর্মচারীদের লাগাতার কর্মবিরতিতে বন্দরজুড়ে এখন ভুতুড়ে নীরবতা। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য থমকে আছে। জেটিতে থাকা ১৪টি জাহাজ পণ্য খালাস করতে না পেরে আটকা পড়েছে। অথচ এই বন্দরে ২৪ ঘণ্টাই সচল থাকত জেনারেল কার্গো বার্থ (জিসিবি), চিটাগাং কনটেইনার টার্মিনাল (সিসিটি) ও এনসিটি। জানা গেছে, গত মঙ্গলবার থেকে নতুন জাহাজ জেটিতে ভেড়ানো সম্ভব হয়নি। এমনকি বহির্নোঙরে যাওয়ার জন্য তৈরি জাহাজগুলোও বন্দর ত্যাগ করতে পারেনি। আন্দোলনকারীরা বন্দরের প্রতিটি প্রবেশপথে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। স্বাভাবিক সময়ে বন্দরের ৪ নম্বর গেটের সামনে রপ্তানি ও আমদানি পণ্যবাহী লরি ও ট্রেলারের দীর্ঘ সারি থাকে। বুধবার গেটের দুই পাশই ছিল তালাবদ্ধ। জেটি ও বহির্নোঙরে ১৪২টি জাহাজ আটকা পড়ে আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক জাহাজে রয়েছে চিনি, ভোজ্যতেল ও ডালের মতো পণ্য। আমদানিকারকরা আশঙ্কা করছেন, এভাবে টার্মিনাল অচল থাকলে বাজারে সরবরাহব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়বে এবং পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। রমজান মাসে পণ্য সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। বেসরকারি ডিপোগুলোতে বুধবার পর্যন্ত ১০ হাজার ৮১৭ টিইইউস (২০ ফুট দৈর্ঘ্যের কনটেইনারের একক) বা রপ্তানি কনটেইনার আটকা ছিল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বিদেশি জাহাজগুলো যদি পণ্য না নিয়ে বন্দর ত্যাগ করতে শুরু করে, তবে তৈরি পোশাক খাতের শত শত কোটি টাকার ক্রয়াদেশ বাতিলের আশঙ্কা তৈরি হবে। স্বাভাবিক সময়ে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ হাজার একক (টিইইউস) পণ্যবাহী কনটেইনার খালাস হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যায়। কিন্তু গত শনিবার থেকে এই চিত্র বদলে গেছে। শনিবার কনটেইনার খালাস কমে দাঁড়ায় এক হাজার ৭৫০ টিইইউসে। গত রবি ও সোমবার তা আরো কমে এক হাজার ৬৮৪ এবং এক হাজার ২৩০ টিইইউসে ঠেকেছে। ফলে রাজস্ব আদায়ও কমে গেছে। প্রতিদিন যেখানে গড়ে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা থাকে ১৭০ কোটি টাকা, কর্মবিরতির দরুন দৈনিক রাজস্ব আদায়ের হার প্রায় ৪০ শতাংশ কমেছে। আন্দোলনের মুখে বন্দর কর্তৃপক্ষ-৩১ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে মোংলা ও পায়রা বন্দরে বদলি করেছে। এতে আন্দোলন দমানোর পরিবর্তে তা আরো তীব্র হয়েছে। বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক হুমায়ুন কবির বলেন, 'আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এনসিটি ইজারা বাতিল ও বদলি করা কর্মচারীদের বদলির আদেশ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত এই টার্মিনালগুলো এভাবেই জনশূন্য থাকবে।' শিপিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক পরিচালক খায়রুল আলম সুজন কালের কণ্ঠকে বলেন, আন্দোলনরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে বসে এই সংকট দ্রুত সময়ের মধ্যে সমাধান করা জরুরি হয়ে পড়েছে। ব্যবসায়ীদের শঙ্কা, চলতি সপ্তাহে আমদানি করা পণ্য খালাস করা না গেলে আসন্ন রমজানে বড় ধরনের সরবরাহ সংকট দেখা দেবে। আমরা চাই, দ্রুততম সময়ের মধ্যে শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে বসে এই সমস্যার সমাধান করার পাশাপাশি আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম স্বাভাবিক করা হোক।

শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতে

রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হলেও তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দিনরাত পরিশ্রম করেও তারা প্রাপ্য মজুরি ও অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকেছে। অনেক শ্রমিক এখনও নিরাপদ বাসস্থান, পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও ন্যায্য জীবনমান নিশ্চিত করতে পারেনি। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে দল রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে পারলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, বাসস্থান, বস্ত্র ও চিকিৎসা অধিকার নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সাধারণ শ্রমিকরাও উন্নয়ন ও সুরক্ষার বাইরে থাকবে না। গণসংযোগকালে আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মিলন চৌধুরী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মো. আল-আমিন হোসেন, মহানগর ছাত্রদলের সহ-সভাপতি মো. ওবায়দুল ইসলাম উজ্জ্বল, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি ইলিয়াছ আহমাদ, কাশিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন, ২৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মো. শফিকুল ইসলাম মিরাজ, ৩০ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সদস্য সচিব মো. জাহিদ হোসেন, ৩০ নম্বর ওয়ার্ড শ্রমিকদল নেতা মো. লিটন হাওলাদার, মো. রহিম হাওলাদার, করিম হাওলাদার, মাহিন্দ্র ও টেম্পু শ্রমিক দলের সহ-সভাপতি মো. আবুল কালাম কালু এবং কারিকর বিড়ি ফ্যাক্টরির শ্রমিক নেতা মো. নজরুল ইসলাম, মো. মামুন, সেলিমসহ আরও অনেকে। প্রসঙ্গত, এ সময় নেতাকর্মীরা ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীর পক্ষে শ্রমিকদের কাছে ভোট ও সমর্থন কামনা করেন।

নারীদের পাক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া

তাহলে সবাই শান্তিতে ঘুমাতে পারবেন। আমার দলের লোক যদি আপনাদের শান্তি নষ্ট করে, কোন অপকর্ম করে তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উপস্থিত হিন্দু সম্প্রদায়ের দাদা-দিদিরা বিগত দিনে শান্তিতে ছিলেন কিনা জানিনা তবে ১২ ফেব্রুয়ারী আমাদের ভোট দিলে শান্তিতে ঘুমাতে পারবেন। ১৯৪৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত জামায়াত ইসলামী দেশের মানুষের কল্যাণে ভালো কিছু করেনি। তারা ৭১ সালে স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছে, আমাদের মেয়েদের আমাদের মা-বোনদের পাক বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে। সেই জামায়াত আবার মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান পবিত্র ও সৎ ছিলেন। তিনি মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। জনাকীর্ণ এ উঠান বৈঠকে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য দুলাল হোসেন, প্রধান বক্তা ছিলেন বানারীপাড়া উপজেলা বিএনপির ,সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ মৃধা,এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন বানারীপাড়া উপজেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মঞ্জুর খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম রকি, সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল আমিন মল্লিক ও এস এম জাহিদুল হক জাহাঙ্গির, উপজেলা যুবদলের সভাপতি সাব্বির আহম্মেদ সুমন হাওলাদার প্রমুখ। উঠান বৈঠকে উপজেলা, পৌর ও উদয়কাঠী ইউনিয়ন বিএনপি ও এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের

বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেখান থেকে ১১টি অত্যাধুনিক বিদেশি অস্ত্র ও ৩৯৪টি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার মেহেদী হাসানই ওই বাড়ির মালিক। অভিযানে অস্ত্র ও গুলি ছাড়াও পিস্তলের ৮টি ম্যাগাজিন, ৩২টি কার্তুজ, একটি ২২ উজি মেশিনগান রাইফেল, উজি রাইফেলের দুটি ম্যাগাজিন, তিনটি চায়নিজ কুড়াল, একটি 'টাইগার হান্টিং কমান্ডো' চাকু, দুটি ওয়াকিটকি, একটি ওয়াকিটকি ব্যাটারি, তিনটি পিস্তলের সাইড কভার ও একটি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্র জানায়, শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের হয়ে রামপুরা, বনশ্রী, বাড্ডা, ভাটারা, বারিধারা ও গুলশান এলাকায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতেন মেহেদী হাসান দীপু। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তার কাছে আরও অস্ত্র থাকার তথ্য পেয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এসব অস্ত্রের একটি অংশ সুব্রত বাইন ও আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী মোল্লা মাসুদের বলে ধারণা করা হচ্ছে। গত বছরের মে মাসে কুষ্টিয়া শহরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে সুব্রত বাইন ও মোল্লা মাসুদ গ্রেপ্তার হন। এরপর সুব্রত বাইনের হয়ে রাজধানীতে অপরাধচক্র পরিচালনার দায়িত্ব নেন মেহেদী হাসান। পুলিশের একাধিক সূত্র দাবি করছে, মেহেদী হাসান ও তার সহযোগীরা রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ভাড়াটে খুনি হিসেবে কাজ করতেন এবং অস্ত্র ভাড়াও দিতেন। তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে ওয়াসির মাহমুদ সাঈদ ওরফে বড় সাঈদ, গোলাম মর্তুজা বাবু ওরফে মধু বাবু এবং সোহেল ওরফে কান্নি সোহেলের নাম উঠে এসেছে। জানা যায়, বাড্ডা ও আশপাশের এলাকায় মাছের আড়ত, গাড়ির শোরুম, তৈরি পোশাক কারখানাসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজি ও ঝুট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে ছিল এই চক্র। সুব্রত বাইন গ্রেপ্তার হওয়ার পর এসব কার্যক্রম তদারক করতেন মেহেদী হাসান। পুলিশ আরও জানায়, ৫ আগস্টের পর সুব্রত বাইন প্রকাশ্যে সক্রিয় হয়ে প্রতিবেশী দেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করেন এবং রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় আধিপত্য বিস্তার শুরু করেন। নব্বইয়ের দশকে ঢাকার অপরাধজগতের আলোচিত নাম ছিল সুব্রত বাইন। দরপত্র নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজি ও সশস্ত্র আধিপত্য বিস্তারের ঘটনায় তার নাম বহুবার এসেছে। তদন্তসংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের দাবি, সেই পুরোনো নেটওয়ার্কের ধারাবাহিকতাতেই নতুন করে সংগঠিত হচ্ছিল চক্রটি। ডিবি পুলিশের একটি সূত্র জানায়, সুব্রত বাইন বর্তমানে কুমিল্লার কারাগারে আছেন। তার মেয়ে খাদিজা ইয়াসমিন বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাইরের সহযোগীদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতেন এমন অভিযোগের ভিত্তিতে একটি হত্যা মামলায় তাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বলছেন, গ্রেপ্তার মেহেদী হাসানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অস্ত্রের উৎস, সহযোগীদের অবস্থান এবং সাম্প্রতিক অপরাধগুলোর সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। তার সহযোগীদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের

শীষে ভোট দিলে দেশের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা পাবে। দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। আমরা দেশকে এগিয়ে নিতে চাই। স্মরণ সভায় সৌদি প্রবাসী মো. হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- বরিশাল জেলা উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব মিজানুর রহমান খান মুকুল, গৌরনদী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ সরোয়ার আলম বিপ্লব, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক বদিউজ্জামান মিন্টুসহ অন্যরা। শেষে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া-মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নভোজ অনুষ্ঠানে বিএনপি ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ সহস্রাধিক গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন।

আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে

ভ্রাম্যমান আদালত সূত্রে জানা গেছে, অনুমোদনবিহীন জব্দকৃত বাহনটি বর্তমানে থানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। নির্বাচনী বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের আগে প্রচারণা পরিচালনার দায়ে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জিএইচএম মুনীব জানিয়েছেন, নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে আচরণবিধি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

গলাচিপা উপজেলা ও পৌর

কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকর করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) থেকে কার্যকর হবে। উল্লেখ্য, বিএনপির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জোট সমর্থিত প্রার্থী ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর পটুয়াখালী-৩ আসনে নির্বাচন করছেন। তবে তাকে নির্বাচনে সহায়তা না করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের নির্বাচনে কাজ করছেন গলাচিপা উপজেলা ও পৌরসভা ছাত্রদলের একটি অংশ। ফলে সাংগঠনিক কাজে নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

নির্বাচন উপলক্ষে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতি ও ঢাকা মহানগর দোকান ব্যবসায়ী মালিক সমিতির স্ট্যান্ডিং কমিটির যৌথ সভায় ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকাসহ বাংলাদেশের সব দোকান, বাণিজ্যবিতান এবং শপিং মল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সরকারি সিদ্ধান্তে ১১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ছুটি ছিল। আর ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের দিন ছুটি থাকবে। অন্যদিকে শিল্পাঞ্চলের জন্য ১০ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছিল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

কে হতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

দিয়েছেন। নারীদের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় সমান ৪১ দশমিক ৭ শতাংশ। অন্যদিকে ডা. শফিকুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান পুরুষ ভোটারদের ৩৪ দশমিক ৩ শতাংশ এবং নারী ভোটারদের ৩৫ দশমিক ৫ শতাংশ। এই জরিপের ফলাফল আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে ভোটারদের রাজনৈতিক ভাবনা ও সম্ভাব্য নেতৃত্ব নিয়ে একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

এবার কোনো ইলেকশন

ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হবে না। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রংপুর সার্কিট হাউজে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। ইসি মাছউদ বলেন, আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি। জাতিকে ভাল নির্বাচন দেয়ার জন্য রিটার্নিং কর্মকর্তা, সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা, নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত ১৮ লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারী, পুলিশ বাহিনী, বিজিবি, সেনাবাহিনী, আনসার সবই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে ধরনের মানসিকতা তাদের মাঝে রয়েছে। এবার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও তুলনামূলক ভালো রয়েছে। নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, দেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ওপর কোনো চাপ নেই। তবে নির্বাচনকে সহজ, গ্রহণযোগ্য করতে সহযোগিতা করতে হবে। আমাদের স্পষ্ট বার্তা, নির্বাচনের প্রতিকূলে যায় আমরা এসব মুভমেন্ট বিরোধী। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে জনগণকে তাদের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ও ভোটের সংস্কৃতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। বড় দুই দলের নেতা নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে নির্বাচন কমিশনের কথা রেখেছে। নির্বাচন কমিশনের কথামতো দলের নেতারা তাদের পোস্টার অপসারণ, সফর বাতিল করেছে। আব্দুর রহমানেল বলেন, রাজনৈতিক দলের নেতারা একে অপরের বিরুদ্ধে যে কথা বলছেন, এটি ভোটযুদ্ধের অংশ, রাজনৈতিক কৌশল। আমরা দেশের সকল প্রকার সহিংসতা ও হত্যার নিন্দা জানাই। সেই সাথে শরীফ ওসমান হাদী হত্যার নিন্দা জানিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সুষ্ঠু তদন্তের জন্য বলা হয়েছে। সেই কালপ্রিটকে আইনের হাতে সোপর্দ করতে হবে। সভায় জেলা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল, ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম, নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির সদস্য, রংপুর জেলার ৬টি সংসদীয় আসনের দায়িত্বরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ অংশ নেন। এ সময় আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল আহসান, রংপুর জেলা পুলিশ সুপার মারুফাত হুসাইন, মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার তোফায়েল হোসেনসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জনগণের টাকা লুটকারীদের শান্তিতে

যেখানে থাকুক না কেন জনগণের এ হক যদি তারা স্বেচ্ছায় দিয়ে দেন, তারা অবশ্যই অভিনন্দিত হবেন। আর যদি ফেরত না দেন, রাষ্ট্র ইনশাআল্লাহ ওদের পেটের ভেতর থেকে নিয়ে আসবে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।' শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ৩টায় সিলেট নগরীর সরকারি আলিয়া মাদরাসা মাঠে আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। জামায়াত আমির বলেন, 'জনগণের হক আত্মসাৎকারীদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। তারা স্বেচ্ছায় টাকা ফেরত দিলে ভালো, না হলে রাষ্ট্র শক্ত হাতে তা উদ্ধার করবে।' তিনি বলেন, 'একটা দল মা-বোনদের সম্মান দিতে পারে না- এটার প্রতিবাদ করায় আমার বিরুদ্ধে মিসাইল ছুড়তে শুরু করেছে। হাতে হাত মিলিয়ে আমার চরিত্র হনন করা হচ্ছে। কিন্তু এরা জানে না আধুনিক বিশ্বে মিসাইল ছুড়লে এন্ট্রি মিসাইলও খেতে হয়।' তিনি বলেন, 'উদ্ধার করা অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে এবং যে এলাকা যত বেশি বঞ্চিত, সেখানে উন্নয়ন কাজ সর্বপ্রথম শুরু করা হবে।' জামায়াত আমির বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী হব কী না এটা আল্লাহ ভালো জানেন। কিন্তু যদি এমন কিছু আমার দায়িত্বে এসে যায়, আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই ৫৪ হাজার বর্গমাইলের এক ইঞ্চিতেও আমি বেইনসাফি করতে পারব না। প্রতি ইঞ্চি মাটি তখন আমার কাছ থেকে তার পাওনা বুঝে নেবে।' সিলেটের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'সিলেটবাসীর যে সঙ্গত পাওনা আছে, সেগুলো সিলেটবাসীকে সসম্মানে তুলে দেওয়া হবে।' ওসমানী বিমানবন্দর ও প্রবাসী প্রসঙ্গ ডা. শফিকুর রহমান বলেন, 'প্রবাসী অধ্যুষিত সিলেটে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থাকলেও তা পূর্ণাঙ্গ নয়। যদি এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়, তাহলে সব এয়ারলাইন্সের ক্রাফট এখানে নামবে না কেন? আমরা ক্ষমতায় গেলে সিলেটবাসীর এ দুঃখ থাকবে না।' তিনি বলেন, 'যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারসহ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক রুট বন্ধ রাখা হয়েছে কেন, সে প্রশ্নের জবাব জনগণ জানতে চায়। আমরা কি চিংড়ি মাছ? শুধু পিছনের দিকে যাব? আমরা তো সামনে আগাতে চাই'-বলেন তিনি। এসময় বন্ধ থাকা আন্তর্জাতিক রুটগুলো পুনরায় চালু করা, নতুন নতুন রুট খোলা এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থার ফ্লাইট চালু হবে।' দুর্নীতি বন্ধ হলে পাঁচ বছরে বদলে যাবে দেশ উল্লেখ করে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, 'মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে দুর্নীতির রোড যখন বন্ধ হবে, চাঁদাবাজি যখন বন্ধ হবে তখন সব উন্নয়ন হবে। পাঁচ বছরে এ দেশের চেহারা পাল্টে যাবে।'

নির্বাচন বন্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের

কেউ যদি নির্বাচন বন্ধে ষড়যন্ত্র করে এর দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হবে। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নীলফামারী বড় মাঠে এক নির্বাচনি জনসভায় তিনি এ কথা বলেন। তারেক রহমান বলেন, এবারের নির্বাচন শুধুমাত্র জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের নয় বরং জাতিকে পুনর্গঠনের নির্বাচন। জনগণের হারিয়ে যাওয়া অধিকার ফিরিয়ে আনার নির্বাচন। আমরা দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে চাই। এজন্য ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, দিনাজপুর ও পঞ্চগড়কে শিল্পে রূপান্তর করতে চাই। আমাদের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে ধানের শীষে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতে হবে। নীলফামারী জেলা কৃষি অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এ জেলাকে আমরা কৃষি অঞ্চল হাব হিসেবে গড়ে তুলব। তিনি বলেন, আগামী ১২ তারিখের নির্বাচনে বিএনপি জয় লাভ করলে আমাদের অন্যতম কাজ হবে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অবকাঠামো দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে ও সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করা হবে। ১৬ বছর স্বৈরাচার শুধু নিজের স্বার্থ দেখেছে। আমরা জনগণের সমর্থন দিয়ে সরকার গঠন করতে চাই। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চাই। নারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করা হবে। কারণ নারীকে কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত না করলে দেশ এগিয়ে যাবে না। খালেদা জিয়া বিনামূল্যে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা নারীদের স্বাবলম্বী করতে চাই। প্রত্যেক নারীর কাছে ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দিতে চাই। ফ্যামিলি কার্ডের পাশাপাশি কৃষি কার্ড প্রত্যেক কৃষক ভাইদের কাছে পৌঁছাতে চাই। এর মাধ্যমে সহজে ঋণ নেওয়া যাবে। ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ করতে চাই। এনজিও থেকে ক্ষুদ্র ঋণ যেসব নেওয়া হয়েছে সেসব সরকারের হয়ে জনগণের পক্ষ থেকে পরিশোধ করতে চাই। তারেক রহমান আরও বলেন, এই এলাকা কৃষি নির্ভর। কৃষকদের পাশে যেমন দাঁড়াবো, তেমনভাবে এই এলাকায় কৃষিনির্ভর শিল্প বিকশিত করবো। যাতে কর্মসংস্থান হয়। যুবকদের ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ শ্রমিক করতে চাই। আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দেশ পুনর্গঠন করতে চাই। এই কাজ করতে হলে জনগণের সহযোগিতা লাগবে। জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মীর সেলিম ফারুক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব এসএম সাইফুল্লাহ রুবেল।

বিটিভিতে নাহিদ ও মামুনুলের ভাষণ

দলের শীর্ষ নেতাদের ভাষণ প্রচার করা হবে। এখন পর্যন্ত চারটি দলের চারজন শীর্ষ নেতা বিটিভিতে ভাষণ প্রচারের অনুরোধ জানানোয় তাঁদের জন্য সময় বরাদ্দ দিয়েছে রাষ্ট্রীয় এই সম্প্রচারমাধ্যমটি। বিটিভির দায়িত্বশীল সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সূত্র জানায়, ৮ ফেব্রুয়ারি (রোববার) সন্ধ্যা ৬-৭টার মধ্যে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক এবং সন্ধ্যা ৭-৮টার মধ্যে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের ভাষণ বিটিভিতে প্রচারের সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ৯ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) সন্ধ্যা ৬-৭টার মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান এবং সন্ধ্যা ৭-৮টার মধ্যে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ভাষণ প্রচারের সূচি চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিটিভির একজন কর্মকর্তা বলেন, এই চার দলের বাইরে এখনো কেউ বিটিভিতে ভাষণ প্রচারের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেয়নি। এ বিষয়ে অন্য দলের নেতাদের চিঠি পেলে তা বিবেচনায় নেওয়া হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর বিটিভিতে এর আগেও রাজনৈতিক দলের প্রধানদের ভাষণ প্রচার করা হয়েছে। সেনা-সমর্থিত সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ২০০৮ সালে বিটিভিতে রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের ভাষণ প্রচার করা হয়েছে। তবে সবশেষ তিনটি জাতীয় নির্বাচনে এভাবে রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের ভাষণ রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যমে প্রচার করা হয়নি।

দেশে পৌঁছেছে ৪ লাখ ২২ হাজার প্রবাসীর ব্যালট

কীর্তনখোলা ডেস্ক

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে 'পোস্টাল ভোট বিডি' (Postal Vote BD) মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসী ও দেশের অভ্যন্তরে থাকা ভোটারদের ডাকযোগে ভোটদান কার্যক্রম পুরোদমে চলছে। নির্বাচন কমিশনের সবশেষ পাওয়া তথ্যানুযায়ী, এখন পর্যন্ত ৪ লাখ ২২ হাজার ৯৬০টি প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালট বাংলাদেশে পৌঁছেছে। এর মধ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তারা বুঝে পেয়েছেন ২ লাখ ২৫ হাজার ১৬৮টি ব্যালট। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টা পর্যন্ত অ্যাপের হালনাগাদ তথ্য থেকে এসব জানা গেছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রবাসী ভোটারদের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে থাকা ভোটাররাও (ICPV) সক্রিয়ভাবে এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছেন। বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি ভোটারদের মধ্যে ব্যালট গন্তব্যের দেশে পৌঁছেছে ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি, ব্যালট গ্রহণ করেছেন ৫ লাখ ২৭ হাজার ৩৩ জন ভোটার, ভোটদান সম্পন্ন করেছেন ৪ লাখ ৯৪ হাজার ১৮৫ জন, পোস্ট অফিস বা ডাকবাক্সে জমা দিয়েছেন ৪ লাখ ৬৮ হাজার ৯১টি, বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে ৪ লাখ ২২ হাজার ৯৬০টি এবং রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে এসে পৌঁছেছে ২ লাখ ২৫ হাজার ১৬৮টি ব্যালট। এছাড়া, দেশের অভ্যন্তরে যারা পোস্টাল ব্যালটের জন্য আবেদন করেছিলেন, তাদের মধ্যে বিডি পোস্ট কর্তৃক প্রেরিত ব্যালট ৬ লাখ ৯৪ হাজার ১৪৬টি, ভোটার ব্যালট গ্রহণ করেছেন ৩ লাখ ৮১ হাজার ৭ জন, ভোটদান সম্পন্ন করেছেন ৩ লাখ ২১ হাজার ৬৯৫ জন, পোস্ট অফিস বা ডাকবাক্সে জমা দিয়েছেন ২ লাখ ৭৬ হাজার ২৭২টি, রিটার্নিং কর্মকর্তার হাতে এসে পৌঁছেছে ৮৩ হাজার ৯৪২টি ব্যালট পেপার।

দেশের শস্য ভাণ্ডারে যুক্ত হলো ব্রি'র নতুন ৬ জাতের ধান

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা আরও সুসংহত করতে ধানের নতুন আরও ৬টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। এর মধ্যে রয়েছে দেশের প্রথম ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ 'কালো চাল' এবং প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল দু'টি হাইব্রিড জাত। গত বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১৫তম সভায় এই জাতগুলো সারা দেশে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়। কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ব্রি'র মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এই ৬টি জাতসহ ব্রি উদ্ভাবিত মোট ধানের জাতের সংখ্যা দাঁড়ালো ১২৭টিতে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিনিয়র লিয়াজোঁ অফিসার আব্দুল মমিন তিনি জানান, নতুন উদ্ভাবিত জাতগুলোসহ ব্রি'র ৩৯টি জাত রয়েছে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন বৈরী পরিবেশ সহনশীল। ব্রি উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ফলেই বর্তমানে বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়। যেখানে স্বাধীনতার আগে ১৯৭১ সালে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল ২০ শতাংশ, এখন তা ১০ শতাংশে নেমে এসেছে। এ সময়ে লোকসংখ্যা আড়াই গুণ বেড়েছে, কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ।

এমপিওভুক্তির তোড়জোড়, আট কার্যদিবসে ১৭১৯ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত!

কীর্তনখোলা ডেস্ক

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদের শেষলগ্নে এসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করাকে কেন্দ্র করে নজিরবিহীন তোড়জোড় শুরু হয়েছে। কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা স্বচ্ছতা ছাড়াই মাত্র আট কার্যদিবসে ১৭১৯টি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির তালিকায় চূড়ান্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তড়িঘড়ি করে চূড়ান্ত করা এই তালিকার বিপরীতে বার্ষিক ৬৭০ কোটি ১৩ লাখ টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ চেয়ে ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, এমপিওভুক্তির এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে শিক্ষকপ্রতি ১০ লাখ এবং প্রতিষ্ঠানভেদে ২০ থেকে ৪০ লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত ১৪ জানুয়ারি থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে ৩৬১৫টি আবেদন জমা পড়ে। ২৬ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মাত্র আট কর্মদিবসে এসব আবেদনের তথ্য-উপাত্ত যাচাই শেষ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমপিও কমিটি। প্রতিদিন গড়ে ৪৫২টি প্রতিষ্ঠানের তথ্য যাচাই করাকে 'অসম্ভব' ও 'নজিরবিহীন' বলছেন খোদ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) কর্মকর্তারা। অভিযোগ রয়েছে, আগে থেকেই সমঝোতা হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে তালিকায় স্থান দিতেই এই দ্রুতগতি অনুসরণ করা হয়েছে। এমনকি কাম্য শিক্ষার্থী নেই বা নিয়মিত পাঠদান হয় না এমন অনেক অযোগ্য প্রতিষ্ঠানও বিপুল অর্থের বিনিময়ে তালিকায় ঢুকে পড়েছে বলে জানা গেছে। এই ১৭১৯টি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হলে সরকারের বার্ষিক খরচ বাড়বে প্রায় ৬৭০ কোটি ১৩ লাখ টাকা। ইতোমধ্যে অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগে চিঠি পাঠিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তালিকার সংক্ষিপ্তসারে দেখা যায় নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৮৫৯টি আবেদনের মধ্যে ৪৭১টি যোগ্য হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ১১৭০টির মধ্যে ৬২৩টি, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের ৩৫১টির মধ্যে ১৪৫টি, স্নাতক (সম্মান) ৪১৪টির মধ্যে ২৩২টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। একইসঙ্গে স্নাতকোত্তর ও ডিগ্রিপর্যায়ের আরও ১১৩টি প্রতিষ্ঠান তালিকায় রয়েছে। এদিকে, শিক্ষা প্রশাসনের এই অস্বাভাবিক তৎপরতাকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির ভয়াবহ অভিযোগ উঠেছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে মাউশির একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এই এমপিওভুক্তির আড়ালে কয়েকশ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। প্রতিষ্ঠানভেদে ২০ থেকে ৪০ লাখ এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকপ্রতি ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যে প্রতিষ্ঠানে জনবল বেশি, সেখানে লেনদেনের পরিমাণ অর্ধকোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। সূত্রমতে, আগে থেকেই সমঝোতা হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে তালিকায় স্থান দিতেই এমন তড়িঘড়ি করা হয়েছে। ফলে অনেক অযোগ্য, পাঠদানহীন ও শিক্ষার্থীহীন প্রতিষ্ঠানও যাচাই-বাছাইয়ের বৈতরণী অনায়াসেই পার হয়ে গেছে। নতুন এই এমপিওভুক্তির ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বিশাল আর্থিক বোঝা চেপে বসবে। ১৭১৯টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা মেটাতে বছরে সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হবে ৬৭০ কোটি ১৩ লাখ টাকা। এর মধ্যে শুধু চলতি অর্থবছরের শেষ তিন মাসের জন্যই প্রয়োজন হবে ১৬৭ কোটি টাকা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী, একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত করতে বছরে প্রায় ৩৯ লাখ এবং একটি কলেজের জন্য প্রায় ৮৭ লাখ টাকা ব্যয় হয়। পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও বিদায়লগ্নে এমন ব্যয়বহুল সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ ও প্রশাসনিক শিষ্টাচারবহির্ভূত হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রশাসনের দায়িত্বশীলপর্যায়ে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চললেও প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলছেন না। অভিযোগ উঠেছে, এই ঘুষবাণিজ্যের ভাগবাটোয়ারা মাঠপর্যায়ের আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে শুরু করে সচিবালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। এমন তুঘলকি সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানতে তালিকা অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো চিঠিতে স্বাক্ষরকারী উপসচিব সাইয়েদ এ জেড মোরশেদ আলীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি। এছাড়া শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব রেহেনা পারভীনের মন্তব্য জানার চেষ্টা করা হলেও তারা সাড়া দেননি। উপদেষ্টার ব্যক্তিগত কর্মকর্তার হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠানো হলেও কোনো উত্তর মেলেনি।

বাংলাদেশে নিপাহ ভাইরাসে মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করল ডব্লিউএইচও

কীর্তনখোলা ডেস্ক

নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে নওগাঁ জেলায় এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এই মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে শুক্রবার একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করেছে। রাজশাহী বিভাগে এই নতুন সংক্রমণ শনাক্ত হওয়ার পর সীমান্ত এলাকাগুলোতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। তবে স্বস্তির খবর হলো, সংস্থাটির মতে, এই রোগ বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে মহামারির আকার ধারণ করার ঝুঁকি 'নিম্ন' পর্যায়ে রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিবৃতি অনুযায়ী, ওই মৃত রোগী নওগাঁ জেলার ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সী এক নারী। গত ২১ জানুয়ারি থেকে তাঁর শরীরে তীব্র জ্বর, মাথাব্যথা এবং শ্বাসকষ্টের মতো প্রাথমিক উপসর্গ দেখা দেয়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ২৭ জানুয়ারি স্থানীয় হাসপাতালে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর করা হয়। ২৮ জানুয়ারি তাঁর গলা থেকে শ্লেষ্মা এবং রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়। ২৯ জানুয়ারি পরীক্ষার ফলাফলে তাঁর শরীরে নিপাহ ভাইরাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত এর কিছুদিন পরেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। ডব্লিউএইচও জানিয়েছে, ৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের 'ইন্টারন্যাশনাল হেলথ রেগুলেশনস ন্যাশনাল ফোকাল পয়েন্ট' (আইএইচআর এনএফপি) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে সংক্রমণ নিশ্চিত হওয়ার বিষয়ে অবহিত করে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, আক্রান্ত ওই নারীর সাম্প্রতিক কোনো ভ্রমণের ইতিহাস ছিল না। তবে তিনি অসুস্থ হওয়ার কিছুদিন আগে কাঁচা খেজুরের রস পান করেছিলেন। নিপাহ ভাইরাসের প্রধান বাহক হলো 'টেরোপাস' প্রজাতির ফলাহারি বাদুড়। শীতকালে বাদুড় যখন খেজুরের রস সংগ্রহের হাঁড়ি থেকে রস খাওয়ার চেষ্টা করে, তখন তাদের লালা বা মলমূত্রের মাধ্যমে হাঁড়ির রসে ভাইরাস মিশে যায়। সেই কাঁচা রস মানুষ পান করলে সরাসরি ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। বাংলাদেশে ২০০১ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৪৮ জন নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। পরিসংখ্যান বলছে, তাঁদের প্রায় অর্ধেকই সংক্রমিত হয়েছেন কাঁচা খেজুরের রস পান করার মাধ্যমে। অন্যদের ক্ষেত্রে আক্রান্ত মানুষের সরাসরি সংস্পর্শে আসার ফলে ভাইরাস ছড়িয়েছে। গত সপ্তাহে ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও দুজনের শরীরে নিপাহ ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়ার পর বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকায় বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ তাদের বিমানবন্দরে আগত যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা চালু করেছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, বর্তমান তথ্যের ভিত্তিতে নিপাহ ভাইরাসের বৈশ্বিক ঝুঁকি এখনো কম। আমরা এখন পর্যন্ত কোনো দেশ বা অঞ্চলের ওপর ভ্রমণ বা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের সুপারিশ করছি না। নিপাহ ভাইরাস একটি 'জুনোটিক' ভাইরাস, যা প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে ছড়ায়। এর চিকিৎসায় এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর ওষুধ বা ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, এই ভাইরাসে মৃত্যুর হার অত্যন্ত উদ্বেগজনক প্রায় ৪০ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশ। সংস্থাটির প্রধান তেদরোস আধানম গেব্রেয়াসুস এক বিবৃতিতে বলেন, 'কর্তৃপক্ষ নজরদারি এবং পরীক্ষা বৃদ্ধি করেছে। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং জনসাধারণকে সুরক্ষার উপায় সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।'

কাউখালীতে ৪ ইউপি চেয়ারম্যান ও ৩২ ইউপি সদস্যর

চেয়ারম্যান গাজী সিদ্দিকুর রহমান পরিষদের ৮ জন মেম্বারকে সাথে নিয়ে একই ভাবে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীকে সাথে নিয়ে সাধারণ ভোটারদের কাছে ধানের শীষ মার্কায় ভোট দেওয়ার জন্য লিফলেট বিতরণ করেন। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে কাউখালী ৭জন ইউপি সদস্যকে সাথে নিয়ে সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মুস্তাফিজুর রহমান এবং ১১জন ইউপি সদস্যকে সাথে নিয়ে ১ নং সয়না রঘুনাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. আবু সাঈদ একযোগে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীর উপস্থিতিতে ভোটারদের কাছে ধানের শীষ মার্কায় ভোট চেয়ে লিফলেট বিতরণ করেন।এ সময় লিফলেট বিতরন ও প্রচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাউখালী উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এস এম আহসান কবির এবং উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এইচএম দ্বীন মোহাম্মদ, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক লিয়াকাত হোসেন তালুকদার, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।এ নিয়ে উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নের চারজন চেয়ারম্যান এবং ৩১ জন ইউপি সদস্য খোলাখুলি ভাবে বিএনপি'র পক্ষে ধানের শীষ মার্কায় ভোট চেয়ে লিফলেট বিতরণ করলেন। এ ব্যাপারে বিএনপির নেতা এস এম আহসান কবির জানান, পিরোজপুর জেলার সকল উপজেলাগুলোতে দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম বর্তমানে গতিশীল অবস্থায় রয়েছে। দীর্ঘ বছর পর পিরোজপুর-২ আসনে দলীয় প্রার্থী ঘোষণার ফলে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের জনপ্রতিনিধি ও নেতাকর্মীরা বিএনপির সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। ইউপি মেম্বার ও চেয়ারম্যানদের বিএনপিকে সমর্থন দেওয়ায় স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে, যার প্রভাব আগামী দিনের নির্বাচনি ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হতে পারে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

করব কাজ গড়বো দেশ সবার

মুশফিকুর রহমান বিশ্বাস লিটু'র সভাপতিত্বে মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলাপাড়া প্রেসক্লাব সভাপতি নেছারউদ্দিন আহমেদ টিপু, সাংবাদিক লায়ন মনোয়ার হোসেন, সাবেক সভাপতি হুমায়ুন কবির, কুয়াকাটা প্রেসক্লাব সভাপতি রুমান ইমতিয়াজ তুষার, টিম ৯১'র রুমি কাওসার প্রমুখ। আগামী নির্বাচনে কলাপাড়ায় বিএনপি প্রার্থী এবিএম মোশাররফ হোসেন বিজয়ী হলে পায়রা সমুদ্র বন্দরকে পুরোপুরি সচল, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে উৎসাহিত করার পাশাপাশি পায়রা বন্দরে শিল্প কলকারখানা স্থাপন, কুয়াকাটা পর্যটনকে বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র রূপান্ত করা। কলাপাড়ার অবকাঠামো ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা, কলাপাড়া ও রাঙ্গাবালী উপজেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বেড়িবাঁধর দুপাশে বৃক্ষ রোপণ এবং খাস জমিতে বনায়ন, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন, সবার জন্য চিকিৎসা, দক্ষ যুবশক্তি তৈরি, খাল খনন, শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পনা এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে অগ্রিধিকার দিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে এবিএম মোশাররফ হোসেন বলেন, টিম ৯১ যে ৩৭ দফা আগামীর উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে তা অগ্রাধিকার দিয়ে বাস্তবায়ন করবে। তিনি বলেন, পায়রা বন্দরে ১৬ হাজার কোটি টাকা বিগত সরকার খরচ করেছে। কিন্তু বর্তমানে সরকার পায়রাকে গুরুত্ব না দিয়ে মাদারবাড়ি নিয়ে ব্যস্ত। বিএনপি ক্ষমতায় এলে পায়রা বন্দরকে আরও আধুনিকায়ন করা হবে। তিনি আরও বলেন, বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সামুদ্রিক পানির উচ্চতা বাড়ছে। আগামীতে বিএনপি ক্ষমতায় এলে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন করা হবে। মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠানে কলাপাড়ায় কর্মরত গণমাধ্যমকর্মী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও টিম ৯১'র সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জামায়াতে যোগ দিলেন গণঅধিকার

সহ-সভাপতি ওয়াসিম খান, নুরুল ইসলাম সেরনিয়াবাত, শহিদুল ইসলাম, যুব অধিকার পরিষদের পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, যুব অধিকার পরিষদের গৌরনদী উপজেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন, গণঅধিকার পরিষদের আগৈলঝাড়া শাখার সাধারণ সম্পাদক জাহিদ খান, যুব অধিকার পরিষদের আগৈলঝাড়া শাখার সভাপতি সাইদুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক উজ্জল খান, যুব অধিকার পরিষদের নেতা সফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে গণঅধিকার পরিষদের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মীরা আনুষ্ঠানিকভাবে দাঁড়িপাল্লা মার্কার প্রার্থী হাফেজ মাওলানা মো. কামরুল ইসলাম খানের হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে গণঅধিকার পরিষদ ছেড়ে জামায়াতে যোগদান করেছেন। গণঅধিকার পরিষদ ছেড়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করা সদ্য সাবেক গণধিকার পরিষদের বরিশাল জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নুরুল আমিন বলেন, বাংলাদেশে একটি পরিবর্তনের রাজনীতির আশায় আমরা এতদিন গণঅধিকার পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু দেশে নির্বাচনি আবহ তৈরির পর দেখলাম আমাদের সেই আশা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। এ সময় দাঁড়িপাল্লা মার্কার প্রার্থী হাফেজ মাওলানা মো. কামরুল ইসলাম খান, বরিশাল প্রেস ক্লাব সভাপতি আমিনুল ইসলাম খসরু, গৌরনদী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা মো. আল-আমীন ও সেক্রেটারি বায়জিদ শরীফ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চাঁদাবাজমুক্ত বরিশাল গড়া আমার

রক্ষা করবেন। "আমার রাজনীতি ক্ষমতার নয়, জনমানুষের নিরাপত্তা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার রাজনীতি"-বলেন তিনি। এ সময় তিনি বরিশালবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, চাঁদাবাজি ও দুর্নীতিমুক্ত একটি সুন্দর বরিশাল গড়তে হাতপাখা মার্কায় ভোট দিয়ে ন্যায় ও আদর্শের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য।

গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা

ফোরামে এসব মন্তব্য করেন বিশ্বনেতারা। শনিবার (০৭ ফেব্রুয়ারি) আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ফোরামে বক্তব্য দেওয়া জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা ও কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলেন, গাজার যুদ্ধ আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালার অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করছে এবং আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য নতুনভাবে রূপ নিচ্ছে। তবে একই সঙ্গে এই সংঘাত ফিলিস্তিন ইস্যুকে আবারও বৈশ্বিক কূটনীতির কেন্দ্রে ফিরিয়ে এনেছে। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেন, ফিলিস্তিন ইস্যুই মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী প্রধান কৌশলগত প্রশ্ন। তিনি সতর্ক করে বলেন, গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান আন্তর্জাতিক আইনি ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। আরাগচি বলেন, গাজায় যা ঘটছে, তা শুধু যুদ্ধ নয়। এটি বেসামরিক মানুষের জীবন পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করার এক ভয়াবহ উদাহরণ। এটি গণহত্যা। এই সহিংসতা মানবতার বিবেককে আহত করেছে এবং বেসামরিক জনগণের সুরক্ষায় বৈশ্বিক শক্তিগুলোর ব্যর্থতা উন্মোচিত করেছে। তিনি বলেন, এই সংঘাতের প্রভাব শুধু ফিলিস্তিনে সীমাবদ্ধ নয়। এর ফলে আইনের জায়গায় শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। বেসামরিক মানুষের ওপর হামলার দায়মুক্তি ভবিষ্যতে সামরিক আধিপত্যকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্বাভাবিক নীতিতে পরিণত করতে পারে বলেও সতর্ক করেন আরাগচি। তিনি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞাসহ লক্ষ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, সামরিক ও গোয়েন্দা সহযোগিতা স্থগিত এবং আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহির আহ্বান জানান। ফোরামের পর আল জাজিরাকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে আরাগচি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরোক্ষ আলোচনার দ্বিতীয় দফা আয়োজনের বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হয়েছে, যদিও তারিখ এখনো নির্ধারিত হয়নি। যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সেই ঝুঁকি সবসময়ই থাকে, তবে ইরান শান্তি ও যুদ্ধ উভয়ের জন্যই প্রস্তুত। তিনি আশ্বস্ত করেন, যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করলে ইরান শুধু মার্কিন বাহিনীকে লক্ষ্য করবে, আঞ্চলিক দেশগুলোকে নয়। আল জাজিরা মিডিয়া নেটওয়ার্কের বোর্ড চেয়ারম্যান শেখ হামাদ বিন থামের আল থানি বলেন, ইসরায়েল গাজা পুনর্দখল, জনগণকে উচ্ছেদ এবং পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঠেকাতে চাইছে। তিনি গাজা যুদ্ধ কাভার করতে গিয়ে নিহত সাংবাদিকদের স্মরণ করে বলেন, সত্য তুলে ধরার কারণেই আল জাজিরার সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট হাসান শেখ মোহামুদ বলেন, গাজার যুদ্ধ এবং লোহিত সাগরে উত্তেজনা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার গভীর সংকটকে সামনে আনছে। তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী যে আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা গড়ে উঠেছিল, তা আজ গুরুতর হুমকির মুখে। তুরস্কের যোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রধান বুরহানেত্তিন দুরান বলেন, গাজা যুদ্ধ প্রমাণ করে দিয়েছে যে বিশ্ব ইতোমধ্যেই এক ঐতিহাসিক ভাঙনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, গণহত্যা এখন আর ব্যতিক্রম নয়, বরং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক ধরনের সহনীয় বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মূল নীতি হিসেবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না হলে স্থায়ী শান্তি সম্ভব নয়।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কমছে

ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (আরএসএফ)-এর সূচক অনুযায়ী, ২০১৪ সালের পর থেকে বিশ্বব্যাপী সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার মান উল্লেখযোগ্যভাবে নেমে গেছে। এক সময় যেসব দেশের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের মতো ছিল, সেগুলোর অনেকটাই এখন সার্বিয়ার মতো অবস্থায় যেখানে দুর্নীতিবিরোধী বিক্ষোভ কাভার করা সাংবাদিকদের পুলিশি নির্যাতনের মুখে পড়তে হয়। বিশ্লেষকদের মতে, বিষয়টি শুধু বাকস্বাধীনতার প্রশ্ন নয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ওপর একটি মৌলিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। যখন ক্ষমতাবানরা জানে যে তাদের অপব্যবহার প্রকাশ পাবে না, তখন সেই অপব্যবহার আরও বাড়ে। সুইডেনভিত্তিক গবেষণা প্রকল্প ভি-ডেমের প্রায় ৮০ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দ্য ইকোনমিস্ট দেখিয়েছে, সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্নীতি বৃদ্ধির মধ্যে একটি 'ফিডব্যাক লুপ' কাজ করে। রাজনীতিকরা যখন লুটপাট করতে চায়, তখন তারা প্রথমে সংবাদমাধ্যমকে চেপে ধরে। সংবাদমাধ্যম যত বেশি নিয়ন্ত্রিত হয়, দুর্নীতি তত সহজ হয়। আবার দুর্নীতি যত বাড়ে, সমালোচনামূলক প্রতিবেদন ঠেকানোর আগ্রহ তত বাড়ে। পর্যালোচনায় দেখা গেছে, কোনো দেশে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা যদি কানাডার মতো ভালো অবস্থা থেকে ইন্দোনেশিয়ার মতো খারাপ অবস্থায় নেমে যায়, তাহলে দুর্নীতির মাত্রা আয়ারল্যান্ডের মতো তুলনামূলক স্বচ্ছ অবস্থা থেকে লাটভিয়ার মতো অস্বচ্ছ অবস্থায় পৌঁছানোর আশঙ্কা তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে ঘটে, ফলে ভোটাররা অনেক সময় পরবর্তী নির্বাচনের আগে তা টেরই পান না। বিশেষ করে জনতাবাদী সরকারগুলোর অধীনে এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়। উদ্বেগজনক দিক হলো, নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে দাবি করা সরকারগুলোও এখন কর্তৃত্ববাদী শাসনের কৌশল অনুসরণ করছে। তারা সরাসরি সত্য প্রকাশ বন্ধ না করে গণমাধ্যমের জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরি করছে, যেখানে ক্ষমতাসীনদের প্রশংসা জোরালোভাবে শোনা যায়, আর ভিন্নমত কেবল ক্ষীণ ফিসফাসে সীমাবদ্ধ থাকে। এ জন্য সরকারি সম্প্রচারমাধ্যমে অনুগত ব্যক্তিদের বসানো, রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞাপন অনুগত পত্রিকায় দেওয়া, কিংবা সরকারি কাজের ওপর নির্ভরশীল ধনকুবেরদের দিয়ে স্বাধীন সংবাদমাধ্যম কিনে নিয়ে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার মতো কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্যদিকে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় অনড় থাকা গণমাধ্যমগুলোর ওপর বাড়ানো হচ্ছে চাপ। সরকারি বিজ্ঞাপন তো বটেই, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে বলা হচ্ছে। নিয়মিত কর নিরীক্ষা, হয়রানিমূলক মামলা তাদের নিত্যদিনের বাস্তবতা। আরএসএফের জরিপে ১৮০ দেশের মধ্যে ১৬০টিতেই সংবাদমাধ্যম আর্থিকভাবে টিকে থাকার লড়াইয়ে আছে। ব্যক্তিগত পর্যায়েও সাংবাদিকরা লক্ষ্যবস্তু হচ্ছেন। বিশেষ করে নারী সাংবাদিকরা অনলাইন হয়রানি ও হুমকির শিকার হচ্ছেন বেশি। জাতিসংঘের এক জরিপে দেখা গেছে, ৭৫ শতাংশ নারী সাংবাদিক অনলাইনে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং ৪২ শতাংশ সরাসরি হুমকি বা হয়রানির মুখে পড়েছেন। অনেক দেশে জাতীয় নিরাপত্তা বা 'ভুয়া খবর' দমনের আইনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি একদিকে যেমন নতুন কণ্ঠকে সুযোগ দিয়েছে, অন্যদিকে সরকারগুলোকেও দিয়েছে নজরদারির নতুন অস্ত্র। কিছু দেশে বিক্ষোভের সময় ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আবার কোথাও সাংবাদিকদের ফোন হ্যাক করে সূত্র চিহ্নিত করা হচ্ছে, ব্যক্তিগত ছবি ফাঁস করে ভয় দেখানো হচ্ছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাও এখানে বদলে গেছে। একসময় বিশ্বজুড়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে সক্রিয় থাকা যুক্তরাষ্ট্র এখন সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছে। স্বাধীন আন্তর্জাতিক সম্প্রচারমাধ্যমে সহায়তা বন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা আরও সাহস পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সংবাদমাধ্যমের জবাবদিহি থাকা দরকার এ কথা সত্য। তবে সাংবাদিকদের কাজ করতে বাধা দিলে সমাজকেই তার মূল্য দিতে হবে। শক্তিশালী সংবাদমাধ্যম কাঠামো একবার ধ্বংস হলে তা পুনর্গঠন করা কঠিন। আর সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কমে গেলে বিশ্ব আরও দুর্নীতিগ্রস্ত ও আরও খারাপভাবে শাসিত হবে।

নির্বাচনী প্রার্থীদের মধ্যে ঋণগ্রহীতা

জন্য নাগরিক (সুজন)। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরে সংগঠনটি। সংবাদ সম্মেলনে তথ্য উপস্থাপন করেন সুজনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক দিলীপ কুমার সরকার। আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান নির্বাহী বদিউল আলম মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনে ঋণগ্রহীতা প্রার্থীদের তথ্যে তুলে ধরে সুজন জানায়, মোট ২ হাজার ২৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫১৯ জন ঋণগ্রহীতা, যা শতকরা হিসাবে ২৫ দশমিক ৬২ শতাংশ। তাদের মধ্যে পাঁচ কোটি টাকার বেশি ঋণ নিয়েছেন ৭৫ জন প্রার্থী। ঋণগ্রহীতা প্রার্থীর সংখ্যায় শীর্ষে রয়েছে বিএনপি। দলটির ১৬৭ জন প্রার্থী ঋণগ্রহীতা, যা মোট ঋণগ্রহীতার ৩২ দশমিক ১৭ শতাংশ। এছাড়া দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচনে ঋণগ্রহীতা প্রার্থীর হার কিছুটা কমেছে। আগের নির্বাচনে এই হার ছিল ২২ দশমিক ৮৩ শতাংশ, যা এবার কমে দাঁড়িয়েছে ২০ দশমিক ৯৩ শতাংশে। এদিকে প্রার্থীদের আয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোট প্রার্থীর প্রায় ৪১ শতাংশের বার্ষিক আয় ৫ লাখ টাকার নিচে। সংখ্যায় যা ৮৩২ জন। অন্যদিকে, এক কোটি টাকার বেশি আয় রয়েছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৯৫ জন। সুজন জানায়, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আয়কর প্রদানকারী প্রার্থীর সংখ্যায় এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এ তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং তৃতীয় অবস্থানে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। এছাড়া ১৩২ জন প্রার্থী কেবল টিআইএন সনদ জমা দিয়েছেন, তবে আয়কর বিবরণী দাখিল করেননি। আয়কর প্রদানকারী ১ হাজার ৩১৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৭৯ জন, অর্থাৎ ৩৬ দশমিক ৩২ শতাংশ প্রার্থী ৫ হাজার টাকা বা এর কম আয়কর দিয়েছেন। এক লাখ টাকার বেশি আয়কর দিয়েছেন ৩৫৮ জন (২৭ দশমিক ১৪ শতাংশ) এবং ১০ লাখ টাকার বেশি কর দিয়েছেন ১১৬ জন প্রার্থী, যা মোটের ৫ দশমিক ৭২ শতাংশ। সুজনের বিশ্লেষণে বলা হয়, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচনে আয়কর প্রদানকারী প্রার্থীর হার বেড়েছে।আগের নির্বাচনে এই হার ছিল ৪৭ দশমিক ৩০ শতাংশ, যা এবারে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫ দশমিক ১০ শতাংশে। সুজন জানায়, ৭৪১ জন প্রার্থীর আয় ৫ লাখ থেকে ২৫ লাখ টাকার মধ্যে। ২৫ থেকে ৫০ লাখ টাকা আয় করেন ১৩২ জন এবং ৫০ লাখ থেকে এক কোটি টাকার মধ্যে আয় করেন ৭১ জন প্রার্থী। এছাড়া ১৫৫ জন প্রার্থী হলফনামায় আয়ের তথ্য উল্লেখ করেননি। কোটি টাকার বেশি আয় করা প্রার্থীদের মধ্যে বিএনপির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ৫১ জন। এরপর ২৫ জন স্বতন্ত্র এবং ৫ জন জাতীয় পার্টির প্রার্থী রয়েছেন। শীর্ষ আয়কারীদের তালিকায় প্রথম অবস্থানে রয়েছেন কুমিল্লা-৮ আসনের বিএনপি প্রার্থী জাকারিয়া তাহের। তার বার্ষিক আয় প্রায় ৬০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় অবস্থানে টাঙ্গাইল-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. আসাদুল ইসলাম, যার আয় প্রায় ৪০ কোটি টাকা। প্রায় ১৯ কোটি টাকা আয় নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে আছেন লক্ষ্মীপুর-১ আসনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী জাকির হোসেন পাটওয়ারী। তালিকায় আরও রয়েছেন বিএনপির মির্জা আব্বাস, স্বতন্ত্র প্রার্থী সালাউদ্দিন আলমগীরসহ বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা, যাদের বার্ষিক আয় চার থেকে সাড়ে ছয় কোটি টাকার মধ্যে।

হাদি হত্যার নিরপেক্ষ তদন্ত জাতিসংঘের

কোনো ধরনের ভিনদেশি দাসত্ব আমরা মানবো না। যারা বিদেশি শক্তিকে পুঁজি করে ক্ষমতায় যেতে চায়, তাদের জনগণ ভোটের মাধ্যমেই প্রত্যাখ্যান করবে। তিনি আরও বলেন, ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য একাধিকবার চেষ্টা করা হলেও ব্যর্থ হয়েছি। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে শান্তিপূর্ণভাবে যমুনার সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। সেখানে পুলিশের ন্যাক্কারজনক হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, নির্বাচনের আগেই যদি প্রশাসনের এই অবস্থা হয়, তাহলে সেই প্রশাসন দিয়ে কীভাবে একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব? যমুনার সামনে ১৪৪ ধারা জারির কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু শাহবাগে তখন কী ধারা জারি ছিল সেখানে কেন ছাত্র-জনতার ওপর নির্মম হামলা চালানো হলো? তিনি বলেন, আমরা ওসমান হাদির বাংলাদেশ চাই, ওসমান হাদির রাষ্ট্র গড়তে চাই। প্রসঙ্গত, শুক্রবার বিকেলে শরিফ ওসমান হাদির হত্যার আন্তর্জাতিক তদন্ত এবং হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচার দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করেন। রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে পুলিশ আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করলে বেশ কয়েকজন আহত হন।

উন্নয়ন বলতে রাস্তাঘাট ও সেতু

সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, দেশের প্রায় ৭৭ শতাংশ ভোটার মনে করেন, অবকাঠামো নির্মাণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলেই উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। শনিবার রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক সেন্টার ইনে আয়োজিত এক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে 'নির্বাচনী এলাকায় সবুজ টেকসই অর্থনীতির চালচিত্র ও প্রত্যাশা: প্রার্থী ও ভোটার জরিপের ফলাফল' শীর্ষক এই প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়। সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম জরিপের তথ্য উপস্থাপন করে জানান, ভোটাররা মনে করেন সড়ক ও ব্রিজ নির্মাণের মাধ্যমে যে উন্নয়ন হয়, তার সঙ্গে কর্মসংস্থান যুক্ত থাকে। ফলে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই অবকাঠামোগত উন্নয়ন তাঁদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে। সিপিডির তথ্যমতে, শহরাঞ্চলের প্রায় ৮৬ শতাংশ ভোটার উন্নয়নের সমার্থক হিসেবে ব্রিজ ও সড়ক নির্মাণকে দেখেন। উপকূলীয়, পার্বত্য ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলেও এই ধারণা অত্যন্ত প্রবল। কেবল ভোটার নন, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের মধ্যেও উন্নয়ন নিয়ে প্রায় একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেছে। উন্নয়নের এই একমুখী প্রবণতা দীর্ঘ মেয়াদে পরিবেশ সুরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও টেকসই উন্নয়নের মতো বিষয়গুলোকে আড়ালে ফেলে দিতে পারে বলে সিপিডি সতর্ক করেছে। এ ছাড়া জরিপে উঠে এসেছে, দেশের ৯৫ শতাংশ ভোটার বাংলাদেশে একটি 'সবুজ সমাজ' গড়ে তোলা সম্ভব বলে মনে করেন। তবে পরিবেশ রক্ষার উপায় হিসেবে সাধারণ মানুষের ধারণা বেশ সীমিত। প্রায় ৬১ শতাংশ ভোটার মনে করেন, গাছ লাগানো ও প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোই পরিবেশ রক্ষার প্রধান উপায়। নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পর্কে জানেন এমন ভোটারের হার ৪৭ শতাংশ এবং প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তা ৪২ শতাংশ। তবে এটিকে পরিবেশ সুরক্ষার মূল উপাদান হিসেবে দেখার ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি রয়েছে। সিপিডির তথ্যমতে, পরিবেশ ও অর্থনীতির তুলনায় সামাজিক উন্নয়নকে ভোটার ও প্রার্থীরা সবচেয়ে কম গুরুত্ব দিচ্ছেন। দারিদ্র্য, আয় ও কর্মসংস্থানের চাপের কারণে সামাজিক বিষয়গুলো তাঁদের কাছে গৌণ হয়ে পড়ছে। সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভোটাররা কেবল স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। সিপিডির জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী হেলেন মাশিয়াত বলেন, সাধারণ মানুষ এখনো মৌলিক চাহিদা পূরণের লড়াই করছে বলেই অবকাঠামো ও কর্মসংস্থানকে উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি মনে করছে। উল্লেখ্য, এই জরিপে ১৫০টি নির্বাচনী এলাকার ৪৫০ জন প্রার্থী ও বিভিন্ন অঞ্চলের ১ হাজার ২০০ ভোটারের মতামত নেওয়া হয়েছে। ব্রিফিংয়ে সিপিডির জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী হেলেন মাশিয়াতসহ অন্য গবেষকেরা উপস্থিত ছিলেন।

এমপি-মন্ত্রী হওয়া ছিল আমাদের জন্য

বলেছেন, ক্ষমতা বা সম্পদের জন্য নয়- দেশ, মানুষ ও ইসলামের কল্যাণের লক্ষ্যেই তাদের রাজনীতি। চাইলে পারিবারিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে সহজেই এমপি-মন্ত্রী হওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু তারা সেই পথে হাঁটেননি। শনিবার দুপুরে পটুয়াখালী শহীদ আলাউদ্দিন শিশু পার্কে নির্বাচনী জনসভায় এ কথা বলেন তিনি। রেজাউল করিম বলেন, 'এমপি-মন্ত্রী হওয়া ছিল আমাদের জন্য ওয়ান-টুর ব্যাপার। আমরা এমপি বা মন্ত্রী হওয়ার জন্য রাজনীতি করি না, বরং দেশ, ইসলাম ও মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করাই আমাদের রাজনীতির মূল লক্ষ্য। ইসলামী আন্দোলন আমির আরও বলেন, 'জোট রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে হাতপাখা প্রতীক নিয়ে মাঠে নামার পর অনেকেই বিদ্রুপ করেছে, বাস্তবে আমরা একা নই। সারা দেশে সফর করে ইসলামপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাচ্ছি।' ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের আহ্বান জানিয়ে রেজাউল করিম বলেন, 'মানুষকে জুলুম, চাঁদাবাজি ও মানবপাচার থেকে মুক্ত করতে হবে। প্রচলিত ব্যবস্থায় গত ৫৪ বছরে জাতি নতুন কোনো দিকনির্দেশনা পায়নি, তাই বিকল্প রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে।' জনসভায় পটুয়াখালী-১ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের দলীয় প্রার্থী আবুল হাসান বোখারীকে পরিচয় করিয়ে দেন আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম। প্রার্থীর হাতে দলীয় প্রতীক হাতপাখা তুলে দেন তিনি।

ইসলামী আন্দোলন ও জামায়াত কর্মীদের মধ্যে মারামারি, আহত ৪ জন

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলার সদরে নির্বাচনি আলাপচারিতার জেরে ইসলামী আন্দোলন এবং জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৪ জন আহত হয়েছেন। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার ভেলুমিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের তারেক মেম্বার বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তারেক মেম্বারের বাড়ির সামনের একটি চায়ের দোকানে বসে নির্বাচনি আলাপ করছিলেন স্থানীয় ইসলামী আন্দোলনের নেতা শফিক ও সাইফুল এবং জামায়াত কর্মী সাইদ ও কামাল। আলোচনার এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে তীব্র বাগ্?বিতণ্ডা শুরু হয় এবং তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। উপস্থিত স্থানীয়রা প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের থামিয়ে দিলেও তারা বাড়িতে ফিরে পুনরায় সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এ ঘটনায় উভয়পক্ষের ৪ জন আহত হন। এরপর খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ভেলু?মিয়া পু?লিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ এসআই মোহাজ্জেম হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বর্তমানে ওই এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। মারামারির ঘটনায় কোনো পক্ষ থেকে এখনও লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভোলার ৫২৫ ভোটকেন্দ্রের ১৩১টি ঝুঁকিপূর্ণ, বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ভোলা প্রতিনিধি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোলার চারটি সংসদীয় আসনে মোট ৫২৫টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে ১৩১টি ভোটকেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে জেলা প্রশাসন। শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে এসব কেন্দ্রে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলার চারটি আসনে মোট ৫২৫টি ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে ভোলা-১ (সদর) আসনে ১১৪টি, ভোলা-২ (দৌলতখান-বোরহানউদ্দিন) আসনে ১৩৮টি, ভোলা-৩ (লালমোহন-তজুমদ্দিন) আসনে ১১৯টি এবং ভোলা-৪ (চরফ্যাশন-মনপুরা) আসনে ১৫৪টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্রে মোট ৩ হাজার ৬২২টি ভোটকক্ষে ভোট গ্রহণ হবে। প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ভোলা-৩ আসনে। এ আসনের ৫০টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে তজুমদ্দিন উপজেলায় ৩৬টি এবং লালমোহনে ১৪টি। ভোলা-২ আসনে ৩২টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় রয়েছে, যার মধ্যে দৌলতখানে ২৫টি। এছাড়া ভোলা-৪ আসনে চরফ্যাশনে ১৬টি ও মনপুরায় ১১টি এবং ভোলা-১ সদর আসনে ২২টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ডা. শামীম রহমান জানান, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ভোটাররা উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করে নিরাপত্তা জোরদার করা হবে। নির্বাচনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের পাশাপাশি পুলিশ, র?্যাব, নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরাও দায়িত্ব পালন করবেন।

যৌথ অভিযানে অস্ত্র ও গুলিসহ দুই ডাকাত আটক

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলায় পুলিশ ও নৌবাহিনীর যৌথ অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলিসহ আন্তঃজেলা ডাকাত চক্রের ২ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) ভোরে ভোলা সদরের কাঠির মাথা এলাকায় পুলিশ ও নৌবাহিনীর যৌথ অভিযানে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার দুজন হলেন, হাসান (৪২) ও সেলিম (৪৪)। তারা ভোলা সদর উপজেলার ধনিয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা। নৌবাহিনী সূত্রে জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করতে সংঘবদ্ধ একটি চক্র তৎপর রয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের সহযোগিতায় নৌবাহিনীর একটি টিম ধনিয়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বরকন্দাজ জামে মসজিদ সংলগ্ন একটি টিনের ঘর থেকে মো. সেলিম কাজী ও মো. হাসানকে আটক করে। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১টি একনলা দেশীয় পাইপগান, ১টি একনলা বন্দুক, দুটি দেশীয় অস্ত্র, পুলিশের হারানো ০৯ রাউন্ড ৭.৬২ মি.মি. এসএবল, ৩ রাউন্ড শর্টগানের কার্তুজসহ সর্বমোট ১২ রাউন্ড লাইভ অ্যামুনেশন ও ১টি রকেট প্যারাসুট ফ্লেয়ার উদ্ধার করে। গ্রেপ্তারকৃত সেলিম চিহ্নিত সন্ত্রাসী জামাল উদ্দিনের (চকেট জামাল) ঘনিষ্ঠ সহযোগী। আটকের পর তাদের ভোলা সদর মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। ভোলা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, অস্ত্রসহ দুজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চলছে। তবে দুজনের মধ্যে একজন অসুস্থ হওয়ায় তাকে ভোলা সদর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঝালকাঠিতে নির্বাচনী দায়িত্বে আনসার-ভিডিপির ৩ হাজার ৮১ সদস্য

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠি জেলায় আসন্ন গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করবেন ৩ হাজার ৮১ জন আনসার-ভিডিপি সদস্য। জেলার ৪ টি উপজেলার ২৩৭ টি ভোট কেন্দ্রে তারা নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন। শনিবার দুপুর জেলা কমান্ড্যান্ট -এর কার্যালয়ের মাঠে আনসার ও ভিডিপির নির্বাচনী প্রস্তুতিমূলক সমাবেশে এসব তথ্য জানান আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ঝালকাঠি জেলা কমান্ড্যান্ট মো. ইসমাইল হোসেন। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বরিশাল রেঞ্জ কমান্ডার আব্দুস সামাদ। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে সদর উপজেলা কর্মকর্তা নিরব বিশ্বাস, রাজাপুর উপজেলা কর্মকর্তা আশালতা, কাঠালিয়া উপজেলা কর্মকর্তা সাইফুন্নাহার, নলছিটি উপজেলা কর্মকর্তা সুরাইয়া বেগম সহ বাহিনীর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে প্রধান অতিথি রেঞ্জ কমান্ডার আব্দুস সামাদ বলেন, আধুনিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বিত নিরাপত্তা কৌশলের মাধ্যমে বাহিনী নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত রয়েছে। নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য সদস্যরা বিগত প্রায় দেড়বছর ধরে চলমান প্রশিক্ষণ, যাচাই-বাছাই ও প্রস্তুতি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তরুণ সদস্যদের অগ্রাধিকার দিয়ে নির্বাচনকালীন প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় রিজার্ভ সদস্যদের প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

দুর্নীতিবাজ ও চাঁদাবাজদের থেকে বাকেরগঞ্জবাসী মুক্তি চায় : মাহমুদুন্নবী

বাকেরগঞ্জ প্রতিনিধি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনে নির্বাচনী প্রচারণায় গতি পেয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যাপক মাহমুদুন্নবী তালুকদার বলেছেন, জনগণের সমর্থনে সংসদে যাওয়ার সুযোগ পেলে তিনি বাকেরগঞ্জকে দুর্নীতি ও চাঁদাবাজিমুক্ত একটি আদর্শ উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলবেন। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৫টায় বাকেরগঞ্জ উপজেলার কবাই ইউনিয়নের পেয়ারপুর বাজার তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় প্রধান বক্তার বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা ও অঞ্চল টিমের সদস্য এ কে এম ফখরুদ্দিন খান (রাযী)। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা আমির অধ্যাপক ফিরোজ আলম, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের ওয়ারী থানার ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি মো. আব্দুল হান্নান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বাকেরগঞ্জ উপজেলা সভাপতি অধ্যাপক মোস্তাকুর রহমান। সভায় সভাপতিত্ব করেন কবাই ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি অধ্যাপক আবুয়াল হাসান। প্রধান বক্তা অধ্যাপক মাহমুদুন্নবী তালুকদার বলেন, "আমরা অন্যায় করব না, কাউকে অন্যায় করতে দেব না। সবাই ১২ তারিখ ফজরের নামাজ আদায় করে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে প্রথম ভোট দেবেন জামায়াতে ইসলামীর প্রতীক দাঁড়িপাল্লায় ইনশাআল্লাহ। জামায়াতে ইসলামী নির্বাচিত হলে দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" তিনি বলেন, সমাজের একটি দুর্নীতিবাজ চক্র সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। এসব দুর্নীতিবাজ ও চাঁদাবাজদের থেকে মানুষ মুক্তি চায়। আল্লাহর রহমতে জামায়াতে ইসলামী বিজয়ী হলে অন্যায় ও অনিয়ায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান নিয়ে বাকেরগঞ্জে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। বেকারত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বেকারত্ব বর্তমানে সবচেয়ে বড় সামাজিক সংকট। যুবসমাজকে শুধু চাকরিপ্রার্থী হিসেবে না দেখে কারিগরি শিক্ষা ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে হবে। তাহলেই টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব।" প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কে এম ফখরুদ্দিন খান (রাযী) বলেন, "বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কোনো ভূঁইফোড় সংগঠন নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক আন্দোলন, যা গত ৫৪ বছর ধরে মানুষের মুক্তি, ন্যায়বিচার ও নবীজির সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতি করে আসছে। আমাদের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় জামায়াতের দায়িত্বশীলরা কখনো দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।" তিনি আরও বলেন, "অধ্যাপক মাহমুদুন্নবী তালুকদারকে দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে বাকেরগঞ্জের জন্য যোগ্য নেতৃত্ব হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি কখনো অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। বৈষম্যহীন, চাঁদাবাজিমুক্ত ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গড়তে দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাই।" সভা চলাকালে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে জনসভাস্থল। নারী-পুরুষ বিপুল সংখ্যক ভোটারের উপস্থিতিতে জনসভাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ রবিবার ॥ ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ॥ ২৫ মাঘ ১৪৩২

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কমছে খুশি দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকরা

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বিশ্বজুড়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা দ্রুত কমে যাওয়ায় খুশি দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকরা। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ভুলত্রুটি, পক্ষপাত বা অতিরঞ্জনের অভিযোগ থাকলেও গণতন্ত্র ও জবাবদিহির জন্য স্বাধীন সাংবাদিকতা যে কতটা জরুরি, তা ৩ এর পাতায় দেখুন

গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা বিশ্বব্যবস্থাকে বিপন্ন করছে : বিশ্ব নেতারা

কীর্তনখোলা ডেস্ক

গাজায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের চলমান গণহত্যা এবং এর ভূরাজনৈতিক প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা তৈরি করছে। বিশ্বনেতারা বলছেন, এর ফলে বিশ্বব্যবস্থা বিপন্ন হয়েছে। কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত ১৭তম আল জাজিরা ৩ এর পাতায় দেখুন

ধানের শীষের প্রার্থী অ্যাড. মজিবর রহমান সরোয়ারের পক্ষে নগরীতে লিফলেট বিতরণ করে বরিশাল মহানগর বিএনপির নেতৃবৃন্দ -কীর্তনখোলা

উন্নয়ন বলতে রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণকে বোঝেন ৭৭% ভোটার

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বাংলাদেশের সাধারণ ভোটারদের কাছে উন্নয়নের ধারণা এখনো প্রধানত রাস্তাঘাট, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণের মতো দৃশ্যমান অবকাঠামো কেন্দ্রিক। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ৩ এর পাতায় দেখুন

ধানের শীষের প্রার্থী অ্যাড. মজিবর রহমান সরোয়ারের পক্ষে নগরীতে লিফলেট বিতরণ করেন মহানগর বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আফরোজা খানম নাসরিন -কীর্তনখোলা

নির্বাচনী প্রার্থীদের মধ্যে ঋণগ্রহীতা ৫১৯ জন, সংখ্যায় এগিয়ে বিএনপি

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ২ হাজার ২৬ জন প্রার্থী। এর মধ্যে ১ হাজার ৩১৯ জন প্রার্থীর আয়কর প্রদানের তথ্য পাওয়া গেছে। বাকি যেসব প্রার্থী শুধু প্রত্যয়নপত্র জমা দিয়েছেন কিন্তু আয়কর বিবরণী দাখিল করেননি, তাদের মনোনয়নকে অসম্পূর্ণ বলে দাবি করেছে সুশাসনের ৩ এর পাতায় দেখুন

শত শত শিক্ষকের শিক্ষক, দক্ষিণ বাংলার প্রখ্যাত বাংলা ভাষাপণ্ডিত ও ব্যাকরণবিদ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, বাংলা বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
অধ্যক্ষ আ. খা. মো. আবদুর রব স্যারের লেখা

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান শ্রেণির
বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি
বইটি অনন্য
বইটি প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে রচিত, তাই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক
সম্পাদনা করেছেন: বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বাংলা ২য়পত্র বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক, সরকারি আগৈলঝাড়া কলেজের বাংলা প্রভাষক কবি, গবেষক ও সৃজনশীল গ্রন্থ প্রণেতা
পথিক মোস্তফা (এমফিল, ইবি)
বই পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন:
01718246162, 01712189338, 01712926836
গদ্য প্রকাশন, বরিশাল
বরিশাল নগরীর যেসব স্থানে বইটি পাওয়া যাচ্ছে
বুক ভিলা, সদর রোড, বরিশাল, 01932-314219
ইসলামিয়া লাইব্রেরি, প্যারাবাজার, সদর রোড, বরিশাল, 01711-264963
অংকুর লাইব্রেরি, সদর রোড, বরিশাল, 01708-868515
অংকুর লাইব্রেরি, সদর রোড, বরিশাল, 01708-868514
খন্দকার লাইব্রেরি, সদর রোড, বরিশাল, 01711-047767
নিউ মাহবুব লাইব্রেরি, সদর রোড, বরিশাল, 01763-107720
রহমান বুক হাউজ, প্যারাবাজার, সদর রোড, বরিশাল, 01718-670945
মজুমদার লাইব্রেরি, অমৃত লাল দে কলেজের সামনে, বরিশাল, 01716-139268
অমৃত লাইব্রেরি, অমৃত লাল দে কলেজের গেটে, বরিশাল, 01719-408049
নিউ কলেজ লাইব্রেরি, বি.এম কলেজের সামনে, 01726-074663
হক লাইব্রেরি, বি.এম কলেজ মসজিদ গেটের পশ্চিম পাশে, 01724-851658
আশরাফিয়া লাইব্রেরি, বি.এম কলেজ মসজিদ গেট, 01717-488083

চাঁদাবাজমুক্ত বরিশাল গড়া আমার অন্যতম চ্যালেঞ্জ: ফয়জুল করীম

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল-৫ আসনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মুফতী ফয়জুল করীম বলেছেন, "চাঁদাবাজমুক্ত বরিশাল গড়া আমার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। জনগণের জানমাল ও ব্যবসা নিরাপদ করতে হলে প্রথমেই চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে।" তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বরিশালের বিভিন্ন এলাকায় চাঁদাবাজির কারণে সাধারণ মানুষ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী মানুষ নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে সৎ নেতৃত্ব ও ন্যায়ভিত্তিক রাজনীতির বিকল্প নেই। মুফতী ফয়জুল করীম আরও বলেন, নির্বাচিত হলে তিনি চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করবেন এবং প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে জনগণের অধিকার ৩ এর পাতায় দেখুন

হাদি হত্যার নিরপেক্ষ তদন্ত জাতিসংঘের অধীনেই হতে হবে: মাসুমা হাদি

নলছিটি প্রতিনিধি

শহীদ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত জাতিসংঘের অধীনেই হতে হবে বলে দাবি জানিয়েছেন তার বোন মাসুমা হাদি। তিনি বলেন, এই হত্যার বিচার এই দেশের মাটিতেই নিশ্চিত করতে হবে। বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন থামবে না। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঝালকাঠির নলছিটিতে আয়োজিত এক বিক্ষোভ মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। মাসুমা হাদি বলেন, এই রাষ্ট্রে ৩ এর পাতায় দেখুন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাদকাসক্তি ও মানসিক
রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন বরিশালে
দি নিউ লাইফ
মহিলা রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড
যোগাযোগ: ১নং সিএন্ডবি পুল (কাজীপাড়া সংলগ্ন), বরিশাল।
০১৭১৩-৯৫০৯৪১
০১৭১৩-১৬৯৮২৮

করব কাজ গড়বো দেশ সবার আগে কলাপাড়া : মোশাররফের ৩৭ দফা উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষণা

কলাপাড়া প্রতিনিধি

"করব কাজ গড়বো দেশ সবার আগে কলাপাড়া"এ শ্লোগান নিয়ে পটুয়াখালী-৪ (কলাপাড়া-রাঙ্গাবালী) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেনের ৩৭ দফা নির্বাচনী অগ্রাধিকার উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। টিম ৯১'র আয়োজনে শনিবার (০৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০ টায় কলাপাড়া প্রেসক্লাব মিলনায়তনে মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠানে এ উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন টিম ৯১'র সদস্য মাসুদ মনিরুল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পটুয়াখালী-৪ আসনের প্রার্থী এবিএম মোশাররফ হোসেন। টিম ৯১'র সমন্বয়ক ৩ এর পাতায় দেখুন

জামায়াতে যোগ দিলেন গণঅধিকার পরিষদের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

গণঅধিকার পরিষদের বরিশাল জেলা, গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলার অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে যোগ দিয়েছেন। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বরিশাল-১ আসনের দাঁড়িপাল্লা মার্কার প্রার্থী হাফেজ মাওলানা মো. কামরুল ইসলাম খানের সমর্থনে নির্বাচনি সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে ফুলের তোড়া দিয়ে তারা যোগদান করেন। সভার শুরুতে গণধিকার পরিষদের বরিশালের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নুরুল আমিন ৩ এর পাতায় দেখুন

এমপি-মন্ত্রী হওয়া ছিল আমাদের জন্য ওয়ান-টুর ব্যাপার: চরমোনাই পীর

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর নির্বাচনী জনসভায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম বলেন, এমপি-মন্ত্রী হওয়া তাদের জন্য সহজ ছিল, তবে ক্ষমতার নয়- দেশ ও ইসলামের কল্যাণই তাদের রাজনীতির লক্ষ্য। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম ৩ এর পাতায় দেখুন

কাউখালীতে ৪ ইউপি চেয়ারম্যান ও ৩২ ইউপি সদস্যর ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে লিফটের বিতরণ

কাউখালী প্রতিনিধি

পিরোজপুরের কাউখালীতে পিরোজপুর ২ আসনের বিএনপি সমর্থিত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী সোহেল মঞ্জুর সুমন এর পক্ষে ধানের শীষ মার্কায় ভোট চেয়ে লিফলেট বিতরণ করেছেন উপজেলার ১ নং সয়না রঘুনাথপুর ইউনিয়ন, ২ নং আমরাজুড়ি ইউনিয়ন, ৫নং শিয়ালকাঠি ইউনিয়ন এবং কাউখালী সদর ইউনিয়নসহ ৪ইউপি চেয়ারম্যান ও ২৮ জন ইউপি সদস্য একযোগে বিএনপি পক্ষে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন। শুক্রবার রাতে উপজেলার ২ নং আমরাজুড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর মুন্সী ও তার পরিষদের ৭জন মেম্বার বিএনপির পিরোজপুর ২আসনের প্রার্থী সোহেল মঞ্জুর সুমনের সাথে একত্র হয় সাধারণ ভোটারদের কাছে ধানের শীষ মার্কায় ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে লিফলেট বিতরণ করেছেন।অপরদিকে উপজেলার ৫ নং শিয়ালকাঠি ইউনিয়নের ৩ এর পাতায় দেখুন

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক
মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com